শীত পড়তেই খোঁজ অচেনা গন্তব্যের

ভাস্কর বাগচী

শিলিগুড়ি, ২৪ নভেম্বর : দার্জিলিং, কালিম্পং কিংবা সিকিমের গ্যাংটক নয়, শীত পড়তেই পাহাড়ের আইসোলেটেড ডেস্টিনেশনের খোঁজ বাড়ছে প্রতিদিন। কোভিড পরিস্থিতি কিছুটা স্বাভাবিক হতেই পাহাড়ের পেডং, সিটং, মংপু, তাকদা, চটকপুর সহ বেশ কিছু জায়গায় তাই ভিড় বাড়ছে পর্যটকদের। তবে এই পর্যটকরা বেশিরভাগই বাংলারই পর্যটক। যাঁরা ইতিপূর্বে দার্জিলিং, কালিম্পংয়ের মতো এলাকায় ঘুরে বেড়ানোর স্বাদ পেয়েছেন, তাঁরা এবার নতুন নতুন জায়গায় গিয়ে কিছুটা অ্যাডভেঞ্চার টুরিজমের দিকেও ঝুঁকছেন। কারণ, অনেকেই এখন পাহাড়ের ওই সব অঞ্চলে গিয়ে হোটেলে থাকা কিংবা এমনি ঘুরে বেড়ানোর পাশাপাশি ট্রেকিং ও বার্ড ওয়াচিংকেও সঙ্গী করে নিচ্ছেন।

কোভিড পরিস্থিতি কিছুটা স্বাভাবিক হতেই দলবল নিয়ে পর্যটকদের ভিড় জমছে পাহাড় কিংবা ডুয়ার্সে। কালীপুজোর পর পাহাড়ে পর্যটকের সংখ্যা কমতে থাকলেও এবার শীত পড়তেই রীতিমতো ভিড়ে ঠাসা পাহাড়। তবে পাহাড়ে এবার কোভিড পরবর্তী পরিস্থিতিতে পর্যটকদের চাহিদা শুধু দার্জিলিং, কালিম্পং কিংবা গ্যাংটকের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকছে না, পাহাড়ের অনামী অনেক জায়গায় গিয়ে সেখানে কয়েকটাদিন কাটাতে পছন্দ করছেন। সেই কারণে দার্জিলিং পাহাড়ের পোখরিয়াবং, রঞ্জু ভ্যালি, লেপচাজগৎ, কালিম্পংয়ের চুইখিম, বিন্দু, গরুবাথান, ঝান্ডি, মুনসুং সহ বেশ কিছু জায়গার হোমস্টেগুলির এখন রমরমা। ওই সব এলাকায় বড় হোটেল না থাকায় হোমস্টে গুলির উপরই পর্যটকেরা ভরসা করছেন। আর তাই পাহাড়ের হোমস্টেগুলিতে এখন তিলধারণের জায়গা নেই।

পাহাড়ে নতুন নতুন পর্যটনস্থলে ভিড়ের বিষয়টি বেশ কিছুদিন থেকেই লক্ষ করা যাচ্ছে বলে জানিয়েছেন হিমালয়ান হসপিটালিটি অ্যান্ড টুরিজম ডেভেলপমেন্ট নেটওয়ার্কের সাধারণ সম্পাদক সম্রাট সান্যাল। তিনি বলেন, 'কোভিডের পরেই পর্যটকদের মধ্যে নতুন জায়গা খোঁজার চেষ্টা শুরু হয়েছে। এমন জায়গা পর্যটকরা খুঁজছেন, যেখানে সেভাবে বসতি গড়ে ওঠেনি ও কোলাহল কম। পাশাপাশি প্রচুর পর্যটক এখন অ্যাডভেঞ্চারের জন্যও আসছেন। মানুষ এসে ওই সব এলাকায় কিছুটা হাঁটছেন, ট্রেকিং করছেন, পাখি দেখছেন, এসবের মধ্যে আনন্দ খুঁজে পাচ্ছেন।'

পাহাড়ের এক হোমস্টে ব্যবসায়ী রাজেশ তামাংয়ের বক্তব্য, 'এই সময় এত পর্যটক আসেন না। কিন্তু এবার অনেক পর্যটক আমাদের এখানে এসেছেন। আমার হোমস্টে যেখানে, সেখানে জনবসতি কম। প্রথমে ভেবেছিলাম আদৌ পর্যটক আসবেন কি না। কিন্তু এখন এত পর্যটক আসছেন যে জায়গা দিতে পারছি না।'

এদিকে, ইস্টার্ন হিমালয়া ট্র্যাভেল অ্যান্ড টুর অপারেটরস অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি দেবাশিস মৈত্র এদিন জানিয়েছেন, বেঙ্গল নম্বরের গাড়ি নিয়ে সিকিমে সমস্যা তৈরি হওয়ায় এদিন কিছু সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। সিকিম প্রশাসনের তরফে জানানো হয়েছে, এখন থেকে যানজট এড়ানোর জন্য সকাল ৯টার আগে অবধি বেঙ্গল নম্বরের গাড়ি যেসব হোটেলে পার্কিংয়ের ব্যবস্থা রয়েছে, সেই হোটেল পর্যন্ত পর্যটকদের নিয়ে যেতে পারবে। আবার সন্ধ্যা সাড়ে ৬টার পর থেকে হোটেল পর্যন্ত গাড়ি যেতে পারবে। এই সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানিয়েছেন তিনি। যদিও হিমালয়ান হসপিটালিটি অ্যান্ড টুরিজম ডেভেলপমেন্ট নেটওয়ার্কের সাধারণ সম্পাদক সম্রাট সান্যালের বক্তব্য, 'যে নিয়ম সিকিমের প্রশাসন চালু করেছে সেই একই নিয়ম যেন বাংলায় চালু হয়। এই বিষয়টি নিয়ে আমরা প্রশাসনের কাছে অনুরোধ করেছি।'

পাহাড়ে আনন্দে মজে ট্রেকিং দল। –সংবাদচিত্র

পাহাড়ে ভিড়

- পরিচিত জায়গার পাশাপাশি 'অনামী' জায়গার খোঁজ করছেন পর্যটকরা
- অনেকে আসছেন অ্যাডভেঞ্চারের খোঁজে
- কেউ হাঁটছেন, ট্রেকিং করছেন বা পাখি দেখছেন
- পাহাড়ের হোমস্টেগুলিতে তিলধারণের জায়গা নেই
- পোখরিয়াবং, রঞ্জু ভ্যালি, লেপচাজগৎ, চুইখিম, বিন্দু, গরুবাথান, ঝান্ডিতে ভিড় পর্যটকদের

শীতের অতিথি।।

শিলিগুড়ির অদূরে ফুলবাড়িতে পরিযায়ী পাখির ঝাঁক। বুধবার। ছবি : সূত্রধর

সম্মানিত সিতাইয়ের প্রয়াত বিধায়ক

কোচবিহার, ২৪ নভেম্বর : গোয়ার স্বাধীনতা আন্দোলনে দীর্ঘদিন যুক্ত ছিলেন কোচবিহার জেলার সিতাইয়ের প্রাক্তন বিধায়ক দীপক সেনগুপ্ত। সেই আন্দোলন করতে গিয়ে ৩৩ দিন জেলবন্দি থাকতে হয়েছে তাঁকে।

এরকম ব্যক্তিত্বকে ডঃ রামমনোহর লোহিয়া স্মৃতিসম্মান মরণোত্তর পুরস্কারের মাধ্যমে সম্মান জানানো হবে। ২৭ ও ২৮ নভেম্বর গোয়ার মডগাঁওতে রবীন্দ্র ভবনে একটি অনুষ্ঠান হবে। সেখানে গোয়ার রাজ্যপাল, মুখ্যমন্ত্রী সহ বিশিষ্টরা উপস্থিত থাকবেন। ২৮ তারিখ পুরস্কার নিতে গোয়ায় যাচ্ছেন দীপকবাবুর ছোটছেলে দীপ্তিমান সেনগুপ্ত এবং তাঁর মা সুনন্দা সেনগুপ্ত।

এ বছর গোয়ার স্বাধীনতার ৬০ বছর পূর্তি। সারাবছরই কর্মসূচি হচ্ছে আরব সাগরের তীরের রাজ্যটিতে।

বিষয়টি নিয়ে বুধবার দীপকবাবুর দুই ছেলে অংশুমান সেনগুপ্ত এবং দীপ্তিমান সেনগুপ্ত সাংবাদিক সম্মেলন করেন। তাঁদের কথায়, 'এটি আমাদের

গোয়ার স্বাধীনতার ৬০ বছর পূর্তি

কাছে গর্বের ও খুশির খবর। এর আগে ২০০৭ সালে গোয়া সরকার পুরস্কার দেয়। তখন তিনি নিজে গিয়েই পুরস্কার নিয়েছিলেন। এবার তাঁকে মরণোত্তর পুরস্কার দেওয়া হবে।'

১৯৬২ সালে গোয়া স্বাধীন হয়। তার দু'বছর আগে এই আন্দোলনে যোগ দিয়েছিলেন দীপকবাবু। দীপক সেনগুপ্ত কোচবিহার জেলার অতন্ত পরিচিত ব্যক্তিত্ব ছিলেন। দীপকবাবু ১৯৭৭ থেকে ১৯৯৬ পর্যন্ত সিতাইয়ের বিধায়ক ছিলেন। ১৯৮০ থেকে ১৯৯০ সাল পর্যন্ত দিনহাটা পুরসভার চেয়ারম্যান ছিলেন। ছিটমহল আন্দোলনেরও স্রষ্টা ছিলেন তিনি।

ভুল রিপোর্টে জরিমানা

মালদা, ২৪ নভেম্বর : মহিলাকে এইচআইভি পজিটিভের ভুল রিপোর্ট দেওয়ায় নার্সিংহোম কর্তৃপক্ষ এবং তার এক চিকিৎসককে মোট ৬ লক্ষ ২৫ হাজার টাকা জরিমানা করল জেলা ক্রেতা সুরক্ষা আদালত। সাধারণ জ্বর নিয়ে ২০১৭ সালের ২৬ নভেম্বর ওই মহিলা মালদা শহরের একটি নার্সিংহোমে ভর্তি হয়েছিলেন। চিকিৎসকরা সেই সময় পরীক্ষা করে এই মহিলার রিপোর্ট এইচআইভি পজিটিভ বলে জানিয়েছিলেন। কিন্তু পরে কলকাতার একটি নার্সিংহোমে ফের পরীক্ষা করলে রিপোর্ট নেগেটিভ আসে। এরপরেই নার্সিংহোমের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করেন ওই মহিলা। প্রায় তিন বছর ধরে মামলা চলার পর মঙ্গলবার রায় দিতে গিয়ে ওই জরিমানা করে আদালত। রায়ে খুশি পুরাতন মালদার নারায়ণপুরের বাসিন্দা ওই মহিলা।

বৌ নিয়ে টানাটানি শীতলকুচিতে

প্রথম স্বামীকে ধারালো অস্ত্রের কোপ দ্বিতীয়র

মনোজ বর্মন

শীতলকুচি, ২৪ নভেম্বর : রুপোলি পর্দার চেনা প্লট, এক ফুল দো মালি। সেখানে কোনও একজন নায়ক বা নায়িকায় মুগ্ধ থাকে দুইজন। আর তা নিয়েই গড়িয়ে চলে প্লট। কিন্তু দো ফুল অউর দো মালি! এমনটাই ঘটেছে শীতলকুচি ব্লকের ছোট ধাপেরচাতরা গ্রামে।

ঘটনার 'নায়ক-নায়িকা' চারজন। কার বৌ শেষপর্যন্ত কার সঙ্গে থাকবে, তা নিয়েই যত গণ্ডগোল আর মারামারি। সেই মারামারিতে আবার জখম হয়েছেন তিনজন। শীতলকুচি থানার পুলিশ জানিয়েছে, এই ঘটনায় বুধবার সন্ধে পর্যন্ত কোনও লিখিত অভিযোগ দায়ের হয়নি থানায়।

এক্ষেত্রে সম্পর্কের সমীকরণটা ঠিক কীরকম? ছোট ধাপেরচাতরায় বাড়ি বিধান রায়ের। প্রায় ১৭ বছর আগে বিধানবাবু প্রতিবেশী যুবতী বিউটি বর্মনকে বিয়ে করেছিলেন। কিন্তু তাঁদের সংসার বেশিদিন টেকেনি। সম্পর্কে ফাটল ধরে বিয়ের এক বছরের মধ্যেই। এরপর সালিশি সভায় আলোচনার মাধ্যমে আলাদা হয়ে যান তাঁরা। পরে দুজনেই আলাদাভাবে বিয়ে করেন। বিধান বিয়ে করেন শীতলকুচি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার বাসিন্দা বিষাদি বর্মনকে। আর বিউটি বিয়ে করেন সিতাই ব্লকের অধীর বর্মনকে। বর্তমানে বিউটির দুই ছেলে আছে। বিধানেরও এক মেয়ে ও এক ছেলে রয়েছে।

এত অবধি সব ঠিকই ছিল। কিন্তু ঘটনাচক্রে ফের যোগাযোগ শুরু হয় বিধান ও বিউটির। কয়েকমাস আগে ছোট ছেলেকে নিয়ে সটান বিধানের বাড়িতে চলে আসেন বিউটি। তবে বিধানের বর্তমান স্ত্রী বিষাদি রায় তা মেনে নেননি। বিষাদির অভিযোগ, তাঁর বারণ না শুনে বাড়ির পাশেই আলাদা ঘর করে বিধান বিউটিকে নিয়ে থাকতে শুরু করেন। বিষাদির মতোই ব্যাপারটা মেনে নিতে পারেননি বিউটির দ্বিতীয় স্বামী অধীর। তিনি কাজের সুবাদে ভিনরাজ্যে থাকেন। বাড়ি ফিরে তিনি স্ত্রীকে ফিরে আসতে বলেন। কিন্তু বিউটি আবার ফিরতে নারাজ। সেই রাগে অধীর সাঙ্গোপাঙ্গ নিয়ে মঙ্গলবার রাতে চড়াও হন বিধানের বাড়িতে। বিউটিকে জোর করে তুলে নিয়ে যেতে চান। বাধা দিলে বিধানকে মারধর করেন এবং মাথায় ধারালো অস্ত্রের কোপ মারেন বলেও অভিযোগ। বিউটিকেও মারধর করা হয়। এসবের মাঝে পড়ে জখম হয়েছেন সিতাইয়ের কেশরিবাড়ি এলাকার ইজ্জাজুল মিয়াঁ নামে এক ব্যক্তি।

খবর পেয়ে রাতেই ঘটনাস্থলে আসে শীতলকুচি থানার পুলিশ। জখম অবস্থায় বিধান, বিউটি ও ইজ্জাজুল মিয়াঁকে উদ্ধার করে নিয়ে যায় শীতলকুচি ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে। বিধান বর্তমানে মাথাভাঙ্গা মহকুমা হাসপাতালে ভর্তি। ইজ্জাজুল শিলিগুড়ির একটি বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি বলে খবর।

এদিন বিধান বলেন, 'আমি বিউটিকে নিয়ে শুয়ে ছিলাম। রাত সাড়ে বারোটা নাগাদ হঠাৎ আট-দশজন চড়াও হয়। ওদের মধ্যে অধীরও ছিল। ওদের মুখ কাপড় দিয়ে ঢাকা ছিল। দরজা ভেঙে ঢোকে। আমায় মাথায় ধারালো অস্ত্র দিয়ে কোপ মেরে বিউটিকে তুলে নিয়ে যাচ্ছিল। আমাকে মারতে গিয়ে নিজেদের দলের একজনকে কোপ মারে। এই ঘটনার লিখিত অভিযোগ জানাব পুলিশে।'

বিধানের প্রথম স্ত্রী বিউটি বলেন, 'অধীরের সঙ্গে তিন মাস আগেই সম্পর্ক ভেঙে গিয়েছে। ও আমাকে শারীরিক ও মানসিক অত্যাচার করত। তাই প্রথম স্বামীর কাছেই ফিরে এসেছি। ওরা মঙ্গলবার রাতে আমাকে অপহরণের চেষ্টা করে।'

এব্যাপারে অধীরের বক্তব্য পাওয়া যায়নি। তবে সিতাই পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য ইলোকচাঁদ বর্মন বলেন, অধীর আমার প্রতিবেশী। তাঁর স্ত্রী বাপের বাড়ি চলে গিয়েছেন বলে জানি। মঙ্গলবারের ঘটনার বিষয়ে কিছু জানা নেই।'

মাথাভাঙ্গা মহকুমা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন বিধান রায়। –সংবাদচিত্র

ফেব্রুয়ারিতে সমাবর্তনের সম্ভাবনা

কোচবিহার, ২৪ নভেম্বর : ৩০ নভেম্বর পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার স্ট্যান্ডিং কমিটি অন হায়ার এডুকেশনের সদস্যরা কোচবিহার পঞ্চানন বর্মা বিশ্ববিদ্যালয় পরিদর্শনে আসতে চলেছেন। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ সূত্রে জানা গিয়েছে, এই প্রথমবার তাঁরা পিবিইউ ক্যাম্পাস পরিদর্শনে আসবেন। সূত্রের খবর, সেই প্রতিনিধিরা এরপর অন্য বিশ্ববিদ্যালয়গুলিও পরিদর্শন করবেন। ৩০ নভেম্বর থেকেই তাঁরা পরিদর্শন শুরু করবেন।

বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার ডঃ আবদুল কাদের সাফেলি বলেন, '৩০ নভেম্বর পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার স্ট্যান্ডিং কমিটি অন হায়ার এডুকেশনের সদস্যরা বিশ্ববিদ্যালয় পরিদর্শনে আসবেন। তাঁরা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমস্ত বিষয় খুঁটিয়ে দেখবেন। আমরা তাঁদের সঙ্গে নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস ঘুরিয়ে দেখাব। বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নয়ন, প্রয়োজনীয়তা সবদিকই তাঁদের কাছে তুলে ধরা হবে।'

বুধবার বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন নিয়েও প্রাথমিক পর্যায়ের আলোচনা হয়। উপস্থিত ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ডঃ দেবকুমার মুখোপাধ্যায়, রেজিস্ট্রার ডঃ আবদুল কাদের সাফেলি সহ অন্য আধিকারিকরা। ফেব্রুয়ারি নাগাদ সাগরদিঘি সংলগ্ন উৎসব অডিটোরিয়ামে সমাবর্তন অনুষ্ঠিত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। গতবছর করোনা পরিস্থিতির কারণে সমাবর্তনের আয়োজন করতে পারেনি বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। ফলে এখনও সার্টিফিকেট পাননি পড়ুয়ারা। অনেকেই উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে সার্টিফিকেট দেখাতে না পেরে সমস্যায় পড়ছেন। এবারও করোনা পরিস্থিতি নিয়ে উদ্বেগে রয়েছে কর্তৃপক্ষ। বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ডঃ দেবকুমার মুখোপাধ্যায় বলেন, 'এদিনের মিটিংয়ে সমাবর্তন নিয়ে প্রাথমিক পর্যায়ের আলোচনা করা হয়েছে। পরিস্থিতি ঠিক থাকলে আগামী ফেব্রুয়ারি মাস নাগাদ সমাবর্তন হতে পারে।'

অসহায় শিশুর খোঁজ নিল চাইল্ডলাইন

ক্রান্তি, ২৪ নভেম্বর : খবর প্রকাশ হতেই মায়ের কোল ছাড়া অসহায় শিশুটির সঙ্গে বুধবার দেখা করে তার খোঁজ নিলেন জলপাইগুড়ি চাইল্ডলাইনের প্রতিনিধিরা। মা ছেড়ে যাওয়ার পর থেকেই কৈলাসপুর চা বাগানে মামা বাড়িতেই রয়েছে বছর চারেকের শিশুটি।

স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা 'এসো হাত ধরি'র মাধ্যমে শিশুটির মা করিশমা শর্মার সঙ্গে চাইল্ডলাইনের প্রতিনিধিরা কথা বলেন। সন্তানদের ফেলে অন্যত্র পালিয়ে গিয়ে অন্য এক ব্যক্তিকে বিয়ে করেছেন ওই শিশুটির মা। এরপর তাঁর একটি সন্তানও হয়। কিন্তু শ্বশুরবাড়ির লোকজন এবং নতুন স্বামী করিশমার আগের তিন সন্তানকে তাঁদের বাড়িতে ঠাঁই দিতে চাইছেন না।

শিশুটির মায়ের মন্তব্য, 'বর্তমান শ্বশুরবাড়ির লোকজন আমার আগের পক্ষের শিশুদের দায়িত্ব নিতে চান না। আমি আমার বাচ্চাদের সঙ্গে যোগাযোগ রেখেছিলাম।' কিন্তু বাকি দুই সন্তান কোথায় সে বিষয়ে কোনও সদুত্তর দিতে পারেননি তিনি।

চাইল্ডলাইনের শুভেন্দু মহন্তর মন্তব্য, 'শিশুগুলোর অবস্থা সুবিধাজনক নয়। বাকি দুই সন্তান কোথায় রয়েছে, সে বিষয়ে কেউ সঠিক তথ্য দিতে পারছেন না। আমরা রিপোর্ট চাইল্ড ওয়েলফেয়ার কমিটি ও প্রশাসনকে দেব।'

স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের সদস্য রবি ওরাওঁয়ের বক্তব্য, 'বাচ্চাগুলোর ভবিষ্যৎ নষ্ট হবে। শিশুগুলো যাতে সুস্থ পরিবেশ পায়, সে বিষয়ে প্রশাসনের কাছে অনুরোধ করছি।'

ক্রান্তির বিডিও প্রবীরকুমার সিনহার মন্তব্য, ব্যাপারটি নিয়ে রিপোর্ট জমা পড়ুক। তারপর প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করা হবে।

টাকা সরিয়ে লুটের গল্প ব্যাংককর্মীদের

দিনহাটা ও কোচবিহার, ২৪ নভেম্বর : ব্যাংককর্মীরা নিজেরাই টাকা সরিয়ে টাকা লুটের গল্প ফেঁদেছেন। উত্তরবঙ্গ ক্ষেত্রীয় গ্রামীণ ব্যাংকের দিনহাটার নিগমনগর শাখা থেকে টাকা লুটের ঘটনায় ব্যাংকের কর্মীদের জেরা করে এমনই চাঞ্চল্যকর তথ্য পেল পুলিশ। মঙ্গলবার তাঁদের তিনজনকেই দিনহাটা থানার পুলিশ গ্রেপ্তার করে। আদালতে তুলে তাঁদের ছয়দিনের হেপাজতে নিয়েছে পুলিশ।

পুলিশ জেরায় জানতে পেরেছে, দীর্ঘদিন ধরে ব্যাংকের ক্যাশিয়ার আতারুল হোসেন ব্যাংকের টাকা নিয়ে তাঁর ইট, বালু ও বজরির ব্যবসায় খাটাচ্ছিলেন। সোমবার ব্যাংক থেকে স্বনির্ভর গোষ্ঠীগুলির বিরাট অঙ্কের টাকা তোলার কথা ছিল। কিন্তু সেই পরিমাণ টাকা ব্যাংকে ছিল না। তাই ব্যাংক খুলতেই ওই টাকা লুটের গল্প ফেঁদেছিলেন তাঁরা। ব্যাংকের ম্যানেজার ও ক্যাজুয়াল কর্মীও ঘটনায় জড়িত।

কোচবিহারের পুলিশ সুপার সুমিত কুমার বলেন, 'দিনহাটার ওই ব্যাংকটিতে যে ঘটনাটি ঘটেছিল তা দেখে মনে হয়েছিল, এটা জালিয়াতির ঘটনা। ব্যাংকের ম্যানেজার, ক্যাশিয়ার ও ক্যাজুয়াল এক কর্মীকে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়। সেই সময়ে তাঁরা সব স্বীকার করে নেন। তখনই জানা যায়, ক্যাশিয়ার নিজেই ধাপে ধাপে টাকা সরিয়েছেন। সেই ঘটনা ম্যানেজার ও ক্যাজুয়াল কর্মীরও জানা ছিল।'

দিনহাটা ভিলেজ-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের নিগমনগর এলাকায় উত্তরবঙ্গ ক্ষেত্রীয় গ্রামীণ ব্যাংকের শাখা রয়েছে। সোমবার ব্যাংক কর্তৃপক্ষ পুলিশকে জানায়, সকাল দশটা নাগাদ তিনজন গ্রাহক এসে ব্যাংক থেকে ১৯ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা নিয়ে চম্পট দিয়েছে। ঘটনার তদন্তে নেমে পুলিশের সন্দেহ হয়, ব্যাংকের ক্যাশিয়ার আতারুল হোসেন, ম্যানেজার অভিজিৎ ভৌমিক এবং ক্যাজুয়াল কর্মী চন্দ্রশেখর বর্মন মিথ্যা গল্প ফাঁদছেন। তাঁরা পুলিশের কাছে জানিয়েছিলেন, লকার রুম থেকে ৫০০ টাকার নোটের বান্ডিলে ১৯ লক্ষ টাকা বের করে টেবিলে রেখেছিলেন। বাকি টাকা আনতে লকার রুমে ঢুকলে তাঁদের বাইরে থেকে আটকে ওই টাকা নিয়ে চম্পট দেয় দুষ্কৃতীরা। ব্যাংককর্মীদের বক্তব্যে পুলিশের সন্দেহ হয়। ব্যাংকের আশপাশের দোকানদারদের কেউই দুষ্কৃতীদের বেরিয়ে যেতে দেখেননি।

খোঁজখবর নেওয়ার পর ক্যাশিয়ার আতারুল হোসেন সহ ব্যাংকের তিন কর্মীকে থানায় নিয়ে এসে জিজ্ঞাসাবাদ করলে তাঁরা স্বীকার করেন যে, ক্যাশিয়ার দীর্ঘদিন ধরে ধাপে ধাপে টাকা সরিয়ে নিজের ব্যবসার কাজে লাগাতেন। তাঁর বাড়ি নিগমনগর এলাকাতেই। সেখানেই তাঁর বালি-বজরির ব্যবসা রয়েছে। দুটি ডাম্পার রয়েছে। ব্যাংক থেকে টাকা সরিয়ে ব্যবসার কাজে লাগিয়েছেন তিনি। সম্প্রতি তাঁর ব্যবসায় ক্ষতি হচ্ছিল। তাই আর ব্যাংকে টাকা ফেরাতে পারেননি।

সোমবার ব্যাংক থেকে স্বনির্ভর গোষ্ঠীগুলির বিরাট অঙ্কের টাকা তোলার কথা ছিল। সেই পরিমাণ টাকা ব্যাংকে ছিল না। তাই ব্যাংক খুলতেই তাঁরা টাকা লুটের গল্প ফেঁদেছিলেন। পুলিশ সুপার বলেন, 'ধৃতদের জিজ্ঞাসাবাদ করলে আরও তথ্য পাওয়া যাবে।'

বেহুঁশ করে টোটো নিয়ে চম্পট

রাজগঞ্জ, ২৪ নভেম্বর : যাত্রী সেজে টোটোচালককে চা খাইয়ে বেহুঁশ করে টোটো নিয়ে চম্পট দিল এক দুষ্কৃতী। মঙ্গলবার মাটিগাড়ার উত্তরায়ণ সংলগ্ন এলাকা থেকে টোটোচালককে চা খাইয়ে বেহুঁশ করে টোটো নিয়ে পালিয়ে যায় ওই দুষ্কৃতী। শিলিগুড়ি সংলগ্ন ফুলবাড়ির পশ্চিম ধনতলার অলিউর রহমান নামে ওই টোটোচালককে বুধবার চোপড়ার হাপতিয়াগছ থেকে উদ্ধার করা হয়। হাপতিয়াগছের স্থানীয়রাই ওই টোটোচালককে অজ্ঞান অবস্থায় উদ্ধার করে তাঁর পরিবারের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। খবর পেয়ে টোটোচালককে বাড়ি নিয়ে আসেন পরিবারের সদস্যরা। টোটোচালকের ছেলে রাইবুল ইসলাম বলেন, 'বাবাকে খুঁজে পাওয়া গেলেও টোটো পাওয়া যায়নি। মোবাইল ফোনও নিয়ে গিয়েছে।' বিষয়টি পুলিশকে জানানো হয়েছে বলে দাবি তাঁর। নিউ জলপাইগুড়ি থানার পুলিশ জানিয়েছে, এই ধরনের কোনও অভিযোগ এখনও পর্যন্ত জমা পড়েনি। অভিযোগ পেলে বিষয়টি খতিয়ে দেখা হবে।

জানা গিয়েছে, রাজগঞ্জের ফুলবাড়ি-২ গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার টোটোচালক অলিউর রহমান মঙ্গলবার সকাল ৯টায় টোটো নিয়ে বাড়ি থেকে বের হন। শিলিগুড়ির তিনবাত্তি থেকে এক যুবক উত্তরায়ণে যাওয়ার জন্য টোটো ভাড়া করে। ওই যুবক তিনবাত্তি থেকে উত্তরায়ণ যেতে ১০ দিনের জন্য তাঁর টোটো ভাড়া করে। অলিউর জানিয়েছেন, পথে ওই যাত্রী জানায় তার বাড়ি বিহারের পাটনায়। প্রথমদিনই উত্তরায়ণের কাছে গিয়ে ওই আরোহী টোটোচালককে চা খাওয়ায়। এরপর অলিউর অজ্ঞান হয়ে পড়েন। রাতে বাড়ি না ফেরায় পরিবারের লোকজন চিন্তিত হয়ে পড়েন। এদিন চোপড়ার হাপতিয়াগছ থেকে প্রায় অচৈতন্য অবস্থায় তাঁকে উদ্ধার করা হয়।

১৮ সেপ্টেম্বরও ফুলবাড়ির পূর্ব ধনতলার এক টোটোচালককে মাদক খাইয়ে বেহুঁশ করে টোটো নিয়ে পালিয়ে যায় এক দুষ্কৃতী। ঘোষপুকুর সংলগ্ন হাওদাভিটা থেকে ওই টোটোচালক উদ্ধার হলেও টোটো পাওয়া যায়নি।

সালেমনের পরিবারকে সমবেদনা

রাজগঞ্জ, ২৪ নভেম্বর : রাজগঞ্জে দুষ্কৃতীদের গুলিতে মৃত তৃণমূল নেতা সালেমন মহম্মদের পরিবারকে সমবেদনা জানালেন জলপাইগুড়ি জেলা পরিষদের কোমেন্টর অহিদার রহমান এবং সহকারী সভাধিপতি দুলাল দেবনাথ। বুধবার মৃত দলীয় নেতার বাড়িতে যান তাঁরা।

রবিবার সন্ধ্যায় রাজগঞ্জের বিন্নাগুড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের বলরামহাটের তৃণমূল নেতা সালেমন মহম্মদ ভুটকিহাটে শিলিগুড়ি-জলপাইগুড়ি জাতীয় সড়কের পাশে এক লটারির দোকানে বসে ছিলেন। সেসময় দুই দুষ্কৃতী বাইকে এসে তাঁকে গুলি করে পালিয়ে যায়। মঙ্গলবার উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে তাঁর মৃত্যু হয়। জেলা পরিষদের সহকারী সভাধিপতির কথায়, 'পরিবারটি তাদের ছেলের চাকরির অনুরোধ জানিয়েছে। বিষয়টি দলের তরফে মুখ্যমন্ত্রীকে জানানো হবে।'

মজুরির দাবি

নাগরাকাটা, ২৪ নভেম্বর : ন্যূনতম মজুরির দাবিতে বুধবারও উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন চা বাগানে গেট মিটিংয়ে শামিল হল চা শ্রমিক সংগঠনগুলি। গত মঙ্গলবার থেকে গেট মিটিং-এর ডাক দেওয়া হয়েছিল। চা শ্রমিকদের যৌথ সংগঠন জয়েন্ট ফোরামের অন্যতম নেতা জিয়াউল আলম বলেন, 'নানা কারণে যে সমস্ত বাগানে গেট মিটিং হয়নি সেখানে আগামী ১ ডিসেম্বর পর্যন্ত গেট মিটিং চলবে।' রাজ্যের শ্রম দপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রী বেচারাম মান্না বলেছেন, 'ন্যূনতম মজুরি নিয়ে সমাধান সূত্র বের করার প্রচেষ্টা অব্যাহত আছে।' জানা গিয়েছে, আগামী ১ তারিখ রাজ্যের পক্ষ থেকে ন্যূনতম মজুরি সংক্রান্ত পরামর্শদাতা কমিটির ৩০ সদস্যর বৈঠক ডাকা হয়েছে। মাদারিহাটের টুরিস্ট লজে ওই বৈঠকটি অনুষ্ঠিত হবে। সেদিকেই তাকিয়ে আছেন উত্তরবঙ্গের সাড়ে চার লক্ষ শ্রমিক।

বাগানে ভল্লুকের হানা বিরলতম, বলছেন বিশেষজ্ঞরা

শুভজিৎ দত্ত

নাগরাকাটা, ২৪ নভেম্বর : মানুষ-হাতির দ্বন্দ্ব এখানে নিত্যদিনের। চিতাবাঘ-মানুষ সংঘাতের ঘটনাও হামেশাই ঘটে থাকে। সেই তালিকায় এবার যুক্ত হল ভল্লুকও? বুধবার মেটেলি চা বাগানের মর্মান্তিক ঘটনার পর এই প্রশ্নই এখন ঘুরপাক খাচ্ছে ডুয়ার্সে। বন্যপ্রাণ বিশেষজ্ঞরা অবশ্য এত দ্রুত কোনও অবস্থানে পৌঁছাতে নারাজ। তবে উত্তরবঙ্গে একই দিনে ভল্লুক ও মানুষ মৃত্যুর ঘটনাটি যে বিরল থেকে বিরলতম তা মেনে নিচ্ছেন তাঁরা।

মেটেলির ভল্লুকটি নেওড়া ভ্যালি জাতীয় উদ্যান থেকে এসেছিল বলে নিশ্চিত বন দপ্তর। ওই বাগান থেকে সরলরেখা বরাবর নেওড়া ভ্যালির দূরত্ব মেরেকেটে ১৫ কিলোমিটার।

এশিয়াটিক ব্ল্যাক বিয়ার প্রজাতির ভল্লুককে এর আগে কখনও কোনও চা বাগানে দেখা গিয়েছে কি না তার কোনও তথ্য নেই। বর্তমানে উত্তরবঙ্গের নেওড়া ভ্যালি ছাড়াও বক্সা টাইগার রিজার্ভ ফরেস্ট, সিনচল অভয়ারণ্য ও সিঙ্গালিলা জাতীয় উদ্যানে ওই প্রজাতির ভল্লুকের দেখা মেলে। সমতলের জঙ্গলে একটা সময় ভল্লুক থাকলেও এখন আর নেই। ডুয়ার্স লাগোয়া পাহাড়ি এলাকার ঝালং, বিন্দু, তোদে, তাংদা, সামসিং ফাড়ির মতো জায়গায় কখনো-সখনো ভল্লুক দেখা গিয়েছে, এমন খবরও মিলছে। সেগুলিও নেওড়া ভ্যালি থেকেই নেমে আসা ভল্লুক।

অভিজ্ঞ বনকর্মীরা জানিয়েছেন, তাঁরা নিজেরা না দেখলেও চাপড়ামারি জঙ্গলে ভল্লুক দেখা গিয়েছে, এর আগে এমনটা অনেকে জানিয়েছেন। এদিনই দার্জিলিংয়ের ঘুম এলাকায় একটি ভল্লুক দেখা যায়। বন্যপ্রাণ বিশেষজ্ঞরা বলছেন, ভল্লুক হাতির মতো যাযাবর কোনও প্রাণী নয়। নির্দিষ্ট জঙ্গলেই তাদের বসবাস। কখনো-সখনো স্থান পরিবর্তনের রেওয়াজ রয়েছে। সেটা নানা কারণে হতে পারে। শাবক থাকলে সেগুলির নিরাপত্তার জন্য স্ত্রী ভল্লুকের জায়গা পরিবর্তনের উদাহরণ রয়েছে। ২০০৩ সাল নাগাদ বক্সার একটি ভল্লুক তিনটি শাবক সহ সেখানকার লাগোয়া একটি গ্রামে চলে এসেছিল। বনকর্মীরা পৌঁছালেও শাবকগুলি তার আগেই মারা যায়। তবে শীত পড়ার কারণে ভল্লুক পাহাড়ের জঙ্গল থেকে নেমে এসেছে, এমন তত্ত্বে খুব একটা সায় নেই অনেকেরই। সেক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞদের ধারণা, ঠান্ডা এলাকাতেই ভল্লুকের বসবাস। এদিন যে ভল্লুকটি মারা যায় সেটি পুরুষ। ফলে শাবক থাকার বিষয়টি খাটে না। তাই ঠিক কী কারণে ভল্লুকটি বাগানে চলে এল তা নিয়ে বিস্তর ধোঁয়াশা রয়েছে। কেউ কেউ আবার খাদ্যসংকটেরও ইঙ্গিত দিচ্ছেন।

ভল্লুক আক্রমণাত্মক নয় বলেই পরিবেশপ্রেমী সংগঠনগুলি জানাচ্ছে। কোনও কারণে নিজেরা আক্রান্ত, এমনটা মনে করলে তারা পালটা আক্রমণ করে। সেক্ষেত্রে তাদের টার্গেট থাকে প্রতিপক্ষের মাথার অংশ। এর আগে পাহাড় ও সিকিমে ভল্লুকের আক্রমণে মানুষ জখম হওয়ার যে ঘটনাগুলি ঘটেছে সেক্ষেত্রেও মাথার অংশে হামলা চালায় জন্তুটি।

হিমালয়ান নেচার অ্যান্ড অ্যাডভেঞ্চার সোসাইটির মুখপাত্র অনিমেষ বসু বলেন, 'এদিন যা ঘটেছে তা অতি বিরল ঘটনা। নানা কারণে সেটি পাহাড় থেকে নেমে আসতে পারে। সরলীকরণ করে দেওয়া ঠিক হবে না।'

বাগানে ভল্লুক হানার খবরে উৎসুক জনতা। বুধবার। –সংবাদচিত্র

গন্ডারের হানায় জখম ২ মহিলা

মাদারিহাট, ২৪ নভেম্বর : জলদাপাড়া জাতীয় উদ্যানের ভেতর বুধবার গন্ডারের আক্রমণে গুরুতর জখম হলেন দুই মহিলা। জানা গিয়েছে, এদিন জ্বালানি কাঠ আনতে দুই মহিলা জলদাপাড়া পশ্চিম রেঞ্জের জলদাপাড়া হেডকোয়ার্টার বিটে গিয়েছিলেন। সেখানে একটি গন্ডার এই দুই মহিলাকে আক্রমণ করে। জলদাপাড়া জাতীয় উদ্যানের সহকারী বন সংরক্ষক দেবদর্শন রায় জানান, ওই দুই মহিলার নাম জ্যোৎস্না রায় এবং গীতা রায়। তাঁদের বাড়ি জলদাপাড়া প্রধানপাড়ায়। এই দুই মহিলাকে তাঁদের বাড়ির লোকজন উদ্ধার করে আলিপুরদুয়ার জেলা হাসপাতালে নিয়ে যান। জ্যোৎস্নার অবস্থা আশঙ্কাজনক। গীতার পা ভেঙে গিয়েছে।